ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

Digital Media Act No. : DM /34/2021 ● Prgi Application Process No. : T/WB/2024/0617/6991/1130 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/

● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ০০৯ ● কলকাতা ● ২৪ পৌষ, ১৪৩১ ● বৃহস্পতিবার ● ০৯ জানুয়ারী ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

প্রেমিকের থেকে যা চান কৃতি শ্যানন
পৃঃ 7

বার্সা সমর্থকদের জন্য সুখবর; অনুশীলনে ফিরেছেন ইয়ামাল
পৃঃ 8

মাও হামলায় ৯ জওয়ানের মৃত্যুতে অবাক করা তথ্য

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

ব্লুপ্রিন্ট তৈরি হয়েছিল ৩ বছর আগে। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে চলে যাওয়া রাস্তা সারাইয়ের সময় ৬০ কেজি আইইডি বিস্ফোরক পুঁতে রেখেছিল মাওবাদীরা। রিমোর্ট কন্ট্রোলের মাধ্যমে তাতেই বিস্ফোরণ ঘটানো হয় দূর থেকে। গত সোমবার ছত্তিশগড়ের বিজাপুরের কুটরু রোডে ভয়ংকর মাওবাদী হামলা ও ৯ জওয়ানের মৃত্যুর ঘটনায় প্রকাশ্যে আসছে এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য।

প্রসঙ্গত, মাওবাদকে দেশ থেকে নির্মুল করতে কোমর বেঁধে নেমেছে কেন্দ্র। সম্প্রতি এই বিষয়ে

এরপর ৩ পৃষ্ঠায়

বাংলার কৃষকদের শস্য-বিমা নিয়ে কথা দিয়ে কথা রাখলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী

বেবি চক্রবর্ত্তী: কলকাতা

বাংলার কৃষকদের আর্থিক সাহায্যের কথা দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই কথা তিনি রাখলেন। 'বাংলা শস্য বিমা' প্রকল্পের আওতায় ৯ লক্ষ কৃষককে অর্থ সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই মতো কাজ শুরু করে নবান্ন। কৃষকদের আর্থিক সাহায্যের এই বার্তা নিজেই এদিন মুখ্যমন্ত্রী এক্স হ্যান্ডেলে প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।এবার ৩৫০ কোটি টাকা আর্থিক সাহায্যের কথা ঘোষণা করা হয়েছিল।গত বছর রাজ্য একাধিক বার প্রতিকূল আবহাওয়ার কবলে পড়েছিল। দক্ষিণবঙ্গের হাওড়া, হুগলি, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়ার বিস্তীর্ণ এলাকা বন্যার জলে প্লাবিত হয়। বিঘার পর বিঘা চাষের জমি বন্যার জলে ডুবে থাকে দীর্ঘ সময়। ধান-সহ অন্যান্য মরশুমি ফসল মাঠেই নষ্ট হয়েছিল। পুজোর আগে এই বন্যায় মাথায় হাত পড়েছিল কৃষকদের। প্রচুর আর্থিক ক্ষতির সামনে পড়েছিলেন

এরপর ৩ পৃষ্ঠায়

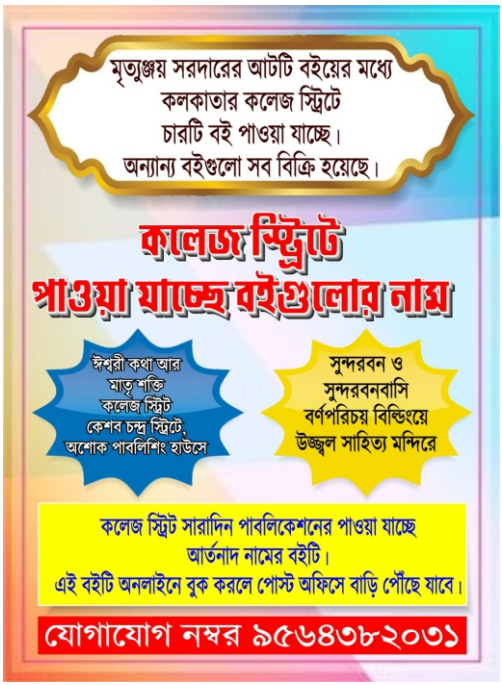

'ডিজিটাল অ্যারেস্ট' হলেন বর্ধমানের 'সাধুবাবা'!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

ভিডিয়ো কলে যে অভিজ্ঞতা হল তাঁর, তাতে শঙ্কিত এবং ভীত পূর্ব বর্ধমানের পালিতপুর তিব্বতি বাবার আশ্রমের আশ্রমিক অশোক চক্রবর্তী। বস্তুত, 'ডিজিটাল অ্যারেস্ট' নিয়ে চিন্তিত প্রশাসনও। ফোন করে বা অন্য কোনও উপায়ে ওটিপি নম্বর জেনে নিয়ে টাকা হাতানোর কৌশল এখন পুরনো হয়ে গিয়েছে। এখন সাইবার অপরাধীরা আরও 'উন্নত' কৌশলে জাল বিস্তার করছেন। তাতে পা দিয়ে ফেলছেন অনেকেই। বার বার প্রশাসনের তরফে সতর্ক করা হচ্ছে। এ নিয়ে দেশবাসীকে সতর্ক থাকার কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।বর্ধমান শহরের বেশ খানিকটা দূরে পালিতপুর গ্রাম। সেখামে রয়েছে তিব্বতি বাবার আশ্রম। বহু পুরনো ওই আশ্রমের বেশ কিছু জমি এবং সম্পত্তি রয়েছে।

বর্তমানে আশ্রমের দায়িত্বে রয়েছেন অশোক। এলাকাবাসীর কাছে সাত্ত্বিক এবং জ্ঞানী মানুষ হিসাবে তিনি পরিচিত। কিন্তু ওই সাধকও পড়েছিলেন ডিজিটাল জালিয়াতদের খপ্পরে। বেশ কিছু ক্ষণ 'ডিজিটাল অ্যারেস্ট' ছিলেন তিনি। অশোক জানিয়েছেন, মঙ্গলবার সকালে একটি অচেনা নম্বর থেকে একটি ফোন আসে তাঁর কাছে। 'হ্যালো' বলতেই ফোনের ও প্রান্ত থেকে গুরুগম্ভীর গলায় ভেসে আসে সাবধানবাণী। সাধুর কথায়, ''আমাকে বলা হয়, আমার নামে অনেকগুলি মামলা আছে। পরে সংখ্যা বলা হয়। জানানো হয়, মহারাষ্ট্রের তিলকনগর থানায় আমার নামে মোট ১৭টি মামলা দায়ের হয়েছে। তার পর ওই ব্যক্তি বলেন, 'কিছু ক্ষণ পর আপনার ফোন আর চলবে না। আমরা ফোন কোম্পানি থেকে কল করছি।' এখানেই আমার সন্দেহ হয়। তার পর আমাকে বলা হয়, 'আপনাকে একটি সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। আপনাকে ভিডিয়ো কল করা যেতে পারে?' আমি বলি, 'হ্যাঁ। নিশ্চয়ই।'''শুরু হয় ভিডিয়ো কল। অশোক দেখেন, পুলিশের পোশাকে এক জন বসে আছেন। তিনি একের পর এক প্রশ্ন করতে থাকেন তাঁকে। কী করেন, কোথায় থাকেন, আয়ের উৎস কী, এ সব জানতে চাওয়া হয়। সাধু বলেন, ''আমাকে উনি জিজ্ঞেস করেন, 'আপনার আয়ের উৎস কী? দিন চলে কী ভাবে?' আমি জবাবে বলি, 'ভিক্ষে করি না। আমার কোনও সম্পত্তিও নেই। যারা আশ্রমে আসে, তারা যা দেয়, তা দিয়ে চলে যায়।' তার পরে আমাকে আশ্বস্ত করে পুলিশের বেশধারী ওই ব্যক্তি বলেন, 'আপনার কোনও চিন্তা নেই।'''

অশোকের দাবি, তাঁকে কথার মাঝেই পুলিশের উর্দিধারী ব্যক্তি বলেছিলেন, 'আপনাকে ডিজিটাল অ্যারেস্ট করা হল'। আপনার অ্যাকাউন্টে (ব্যাঙ্ক) কী কী আছে, সব জানান। যেখানে থাকেন, ঘুরিয়ে দেখান।" কথা মতো আশ্রমের চারপাশ দেখাতেই খানিক থমকে যান ওই ব্যক্তি। প্রতারকেরা হয়তো বুঝতে পারেন, সাধুর কাছে কিছুই পাওয়া যাবে না। সব কিছু দেখার পর অশোকের কাছে আশীর্বাদ চেয়ে বসেন সেই 'পুলিশ'। ভিডিয়ো কলটি কেটে যায়। অশোক বলেন, " তার পর থেকে আমি খুবই ভয়ে রয়েছি। আমার হারাবার কিছু নেই। কিন্তু এ ভাবে যদি প্রযুক্তির অপব্যবহার চলতে থাকে, কত মানুষের ক্ষতি হবে! পুলিশ-প্রশাসন ব্যবস্থা নিক।''

মমতার আসল বয়স ৭০ বছর হবে না

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

৫ জানুয়ারি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন। সরকারিভাবে এটাই জানেন সকলে। কিন্তু, নাহ, এটা ঠিক নয়!খুব ছোট বয়সে বাবাকে হারিয়েছিলেন মমতা। এদিন সেই প্রসঙ্গও টেনে আনেন তিনি। বলেন, "বাবা যখন মারা যায় তখন আমি খুবই ছোট। অনেক কষ্ট করে অনেক বাধা অতিক্রম করতে হয়েছে। ছোট থেকেই সংসারের হাল ধরেছিলাম।" মমতা বলেন, "আমি মনে করি, যেদিন পৃথিবী থেকে বিদায় নেব সেদিন আমার আসল জন্ম হবে!"বুধবার ধনধান্য স্টেডিয়ামে স্টুডেন্টস উইক অনুষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের সামনে নিজেই একথা জানান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতার কথায়,

এরপর ৫ পাতায়

রাজ্য সরকারের জব ফেয়ারে 299 জন পেলেন চাকরির শংসাপত্র

2301 আবেদনকারীর মধ্যে 1085 জন ছেলে ও মেয়ে তালিকায় অন্তর্ভুক্ত

জগদীশ যাদব

কলকাতা। প্রত্যেকেই কর্মসংস্থানের স্বপ্ন দেখে এবং এর জন্য বিশ্বের একটি বিশাল জনসংখ্যা প্রতিদিন একটি কাজের জন্য কঠোর পরিশ্রম করে। পার্কসার্কাস ময়দানে 'মিলন উৎসব -২০২৫' এর সেরা আকর্ষণ ছিল জব ফেয়ার। পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম আয়োজিত জব ফেয়ারে

চাকরি প্রার্থীদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। দুটি ধাপে মোট ২৩০১ জন চাকরি প্রার্থীরা এই জব ফেয়ারে অংশগ্রহণ করে। তার মধ্য থেকে সরাসরি চাকরির শংসাপত্র পান ২৯৯ জন এবং ট্রেনিং ও পরবর্তী পর্বের জন্য

এরপর 4 পাতায়

(১ম পাতার পর)

বাংলার কৃষকদের শস্য-বিমা নিয়ে কথা দিয়ে কথা রাখলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী

বাংলার কৃষকরা। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতেও কৃষকদের একই সমস্যায় পড়তে হয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রী নিজে কৃষকদের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁদের আর্থিক সাহায্যের কথা ঘোষণা করেছিলেন।বছরের শুরুতেই মুখ্যমন্ত্রী এই বিষয়ে টুইট করলেন। এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন,অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি,বাংলা শস্য বিমা' প্রকল্পের আওতায় আমরা বাংলার ৯ লক্ষ কৃষককে সরাসরি তাঁদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে ৩৫০ কোটি টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান শুরু করলাম। চলতি খরিফ মরসুমে প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে যে সকল কৃষকের চাষের ক্ষতি হয়েছিল, তাঁদের এই সহায়তা করা হচ্ছে। ফসলের বিমার জন্য কৃষকদের কোনও টাকাও দিতে হচ্ছে না। কারণ, আলু, আখ সহ সব ফসলের প্রিমিয়ামের পুরো টাকাই রাজ্য সরকার দেয়।মুখ্যমন্ত্রী আরও লেখেন, "এটা আমাদের গর্ব যে, ২০১৯ সালে চালু হবার পর থেকে কেবলমাত্র 'বাংলা শস্য বিমা' প্রকল্পেই আমাদের সরকার ১ কোটি ১২ লক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত কৃষককে মোট ৩ হাজার ৫৬২ কোটি টাকা সহায়তা প্রদান করেছে।

মুখ্যমন্ত্রী এদিন বলেন যে, মোদের চক্ষে জ্বলে জ্ঞানের মশাল বক্ষে ভরা বাক্, কণ্ঠে মোদের কুণ্ঠা-বিহীন নিত্য-কালের ডাক।'সমাজের ভবিষ্যতের পথকে যারা কণ্টকবিহীন করে তোলে, যাদের মাধ্যমে সুমসৃণ হয় দেশের অগ্রগতি, যারা সর্বদা তমসাচ্ছন্ন পরিস্থিতিতে আলোকবর্তিকা রূপে কাজ করে - সেই নবদূর্বাদলের সঙ্গে অমূল্য এক সময় অতিবাহিত করলাম আজ। ধন ধান্য প্রেক্ষাগৃহে স্টুডেন্টস উইকের সমাপনী উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে তাদের হাতে তুলে দিলাম - বিবিধ অনুমোদনপত্র ও শংসাপত্র এবং শুভেচ্ছাবার্তা। এর পাশাপাশি তিনি বলেন যে উদ্বোধন করলাম ধানুকা ধানসেরি টেবিল টেনিস অ্যাকাডেমি। আমি আশাবাদী, এই অ্যাকাডেমি থেকে আগামী দিন দেশ তথা বিশ্বের সেরা ক্রীড়াবিদ উদ্ভাসিত হবে। তদুপরি, সন্তোষ ট্রফি বিজয়ীদের হাতে তুলে দিলাম পুলিশের চাকরির শংসাপত্র। আমাদের মা-মাটি-মানুষের সরকার রাজ্যের শিক্ষার্থীদের জন্য, অগণতি প্রকল্প নিয়ে এসেছে যা তাদের শিক্ষা জীবনে এনেছে আমূল পরিবর্তন। আমরা শুরুর দিন থেকে সকল স্তরের, সকল শ্রেণির শিক্ষার্থীদের উজ্জ্বলময় ভবিষ্যতের জন্য কাজ করে চলেছি। কারণ আমরা বিশ্বাস করি, শিক্ষা আনে সভ্যতা এবং সভ্যতা আনে মানবিকতা।

জীবনের পথচলা শুরু হয় শিক্ষা দিয়ে। মানবজীবনের অন্যতম সম্পদ হচ্ছে শিক্ষা। বাংলার মেধা আজ বিশ্বশ্রেষ্ঠ, যা পৃথিবীর কোণায় কোণায় ছড়িয়ে আছে। খেলাধূলা থেকে সংস্কৃতি, শিল্প থেকে বিজ্ঞান - সকল ক্ষেত্রেই এগিয়ে যাক আমার বাংলা, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের হাত ধরে। আগামীর জয়গানের সঙ্গে এই অনুষ্ঠানে এসে হৃদয় আজ একরাশ আনন্দে ভরপুর। এছাড়াও, আজ বাংলার প্রথিতযশা শিল্পীদের উজ্জ্বল উপস্থিতি, দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখবে। আমি তাঁদের সকলকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। আজকের কিছু বিশেষ মুহূর্ত।

(১ম পাতার পর)

মাও হামলায় ৯ জওয়ানের মৃত্যুতে অবাক করা তথ্য

বার্তা দিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ঘোষণা করেন, "আমি বিশ্বাস করি, লড়াই এখন শেষ পর্যায়ে। চূড়ান্ত হামলার সময় এসেছে। ২০২৬ সালের মার্চ মাসের মধ্যে আমরা দেশ থেকে মাওবাদ নির্মূল করব।" তবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ঘোষণা করলেও পরিস্থিতি যে এতটাও সহজ নয়, তা এই হামলা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে। এভাবে নিখুঁত এবং ভয়ংকর হামলা মাওবাদী চিন্তা বাড়াচ্ছে সরকারের। সংবাদ মাধ্যম দৈনিক ভাস্করে প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী, কুটরু থেকে বেদরে যাওয়ার জন্য এই রাস্তা তৈরি হয়েছিল ১০ বছর আগে। তিন বছর আগে প্রবল বৃষ্টির জেরে এই রাস্তা ও পুল জলের তোড়ে ভেসে যায়। এরপর ওই রাস্তা সারাইয়ের সময় মাটির নিচে আইইডি পুঁতে রাখে মাওবাদীরা। স্থানীয়দের দাবি, তিন-চার বছর আগে ওই রাস্তা সারাইয়ের সময় বহু জায়গায় এভাবে বিস্ফোরক পুঁতে রাখে মাওবাদীরা। সাধারণত মাও অধ্যুষিত এইসব অঞ্চলে রাস্তা নির্মাণ ও সারাইয়ের সময় সেখানে উপস্থিত থাকে আধাসেনা। তারপরও কোনওভাবে ওই বিস্ফোরক লুকিয়ে রাখতে সক্ষম হয় আততায়ীরা। তাতেই ঘটানো হয় বিস্ফোরণ।উল্লেখ্য, গত ৪ জানুয়ারি অবুধমাড়ে মাওবাদীদের বিরুদ্ধে অভিযানে গিয়েছিল নায়ারণপুর, বস্তার, ও দান্তেওয়াড়ার এসটিএফ ও ডিআরজির টিম। সেই অভিযানে ৫ মাওবাদীকে খতম করে ফিরছিল নিরাপত্তাবাহিনী। কোন রাস্তা দিয়ে জওয়ানরা ফিরবে তা আগে থেকেই জানত মাওবাদীরা। সেইমতো প্রস্তুতি নিয়ে ছিল। দান্তেওয়াড়ার টিমের ১২ টি গাড়ি ওই রাস্তা দিয়ে ফেরার সময় ১১ নম্বর গাড়িটিকে টার্গেট করা হয়। নির্দিষ্ট জায়গায় জওয়ানদের গাড়ি আসার পর দূর থেকে রিমোর্ট কন্ট্রোলের মাধ্যমে বিস্ফোরণ ঘটায় মাওবাদীরা। বিস্ফোরণের তিব্রতা এতটাই ছিল যে ১০ ফুটের গর্ত তৈরি হয় ওই জায়গায়। ঘটনাস্থল থেকে ৫০০ মিটার দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে জওয়ানদের শরীরের অংশ। ঘটনাস্থলেই গাড়ির চালক-সহ ৯ জনের মৃত্যু হয়। চালকের দেহ এমনভাবে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয় যে শরীরের সব অংশ খুঁজে পাওয়া যায়নি।তদন্তে জানা যাচ্ছে, ওই কনভয়ে অন্যান্য আধাসেনার জওয়ানদের গাড়ি থাকলেও ১১ নম্বর গাড়িতে থাকা 'ডিসট্রিক্ট রিজার্ভ গার্ড' বা ডিআরজির গাড়ি টার্গেট করে হামলা চলে। গত কয়েক বছরে এই ডিআরজি মাওবাদীদের কাছে সবচেয়ে বেশি মাথাব্যাথার কারণ হয়ে উঠেছে। মাও অধ্যুষিত জেলা থেকেই এই জওয়ানদের নিয়োগ করা হয়। এবং আত্মসমর্পণ করা মাওবাদীরা এই টিমের সদস্য হন। যে অঞ্চলে অভিযান চলে সেখানে সেই জেলার জওয়ানরা উপস্থিত থাকেন। এতে অভিযান চালাতে অনেক সুবিধা হয়। কারণ নির্দিষ্ট অঞ্চলের মানুষের ভাষা, সেখানকার ভৌগলিক অবস্থা সম্পর্কে অবগত থাকেন ডিআরজি সদস্যরা।

নিষিদ্ধ শব্দবাজির বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে পুলিশের সাফল্য, উদ্ধার ২৪৫ কেজি শব্দবাজি, গ্রেফতার এক

অরূপ ঘোষ, ঝাড়গ্রাম

নিষিদ্ধ শব্দবাজির বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে বড়সড় সাফল্য বেলিয়াবেড়া থানার পুলিশের। মঙ্গলবার ঝাড়গ্রাম জেলার গোপীবল্লভপুর দুই ব্লকের অন্তর্গত বেলিয়াবেড়া থানার ফেঁকো হাটে বেলিয়াবেড়া থানার ওসি সুদীপ পালোধীর নেতৃত্বে পুলিশ কর্মীরা তল্লাশি অভিযান চালিয়ে এক ব্যক্তির কাছ থেকে প্রায় ২৪৫ কেজি নিষিদ্ধ শব্দ বাজি উদ্ধার করলো বেলিয়াবেড়া থানার পুলিশ। সেই সঙ্গে ওই বাজি বিক্রেতা কে পুলিশ গ্রেফতার করে। ধৃত বাজি বিক্রেতার নাম হুকুমত খান (৩৫), তার বাড়ি পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মেদিনীপুর সদর ব্লকের অন্তর্গত কোতোয়ালী থানার ছেড়ুয়া গ্রামে। সূত্রের খবর সামনেই মকর পরব তাই বাজি বিক্রি করার জন্য ওই বাজি বিক্রেতা ফেঁকো হাটে গিয়েছিল। ওই বাজি বিক্রেতার কাছ থেকে উদ্ধার হওয়া বাজি গুলি নিষিদ্ধ শব্দ বাজি বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। তাই বেআইনি ভাবে শব্দবাজি বিক্রি করতে এসে পুলিশের হাতে ধরা পড়লেন ওই বাজি বিক্রেতা। ধৃত ওই ব্যক্তিকে বুধবার ঝাড়গ্রাম জেলা আদালতে পেশ করে বেলিয়াবেড়া থানার পুলিশ। ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (হেডকোয়ার্টার) সৈয়দ মহম্মদ মামদুল্লা হাসান বলেন, "সূত্র মারফত খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে নিষিদ্ধবাজি, বাজি বিক্রিতাকে গ্রেপ্তার করে মামলা রুজু করা হয়েছে, ওগুলো সব নিষিদ্ধ বাজি ছিল, পাশাপাশি নিষিদ্ধ বাজি গুলি

সম্পাদকীয়

ভারতীয় রেল নিজেকে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করে তুলছে

কোটি কোটি ভারতবাসীকে ন্যূনতম খরচে দ্রুত, নিরাপদ ও বিশ্বমানের ভ্রমণ পরিষেবা দেওয়া সহজ কাজ নয়। ভারতীয় রেল এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য নিজের রূপান্তর ঘটিয়ে ভৌগোলিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিকভাবে বৈচিত্র্যপূর্ণ ভারতের চাহিদা পূরণ করতে নিজেকে ভবিষ্যৎমুখী একটি সংস্থা হিসেবে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছে। বর্তমান অর্থ বছরের ৯ মাস ৪ দিনের মধ্যেই রেল তার বাজেট বরাদ্দের ৭৬ শতাংশ খরচ করেছে। সাম্প্রতিক একটি ব্যয় সংক্রান্ত প্রতিবেদন অনুসারে, রেল পরিষেবাকে বিশ্বমানের করে তুলতে ভারতীয় রেল চলতি বছরের ৫ জানুয়ারি পর্যন্ত সক্ষমতা বৃদ্ধিতে বিশাল বিনিয়োগ করেছে।

গত এক দশক ধরে মূলধনী খাতে রেল যে ধারাবাহিক ব্যয় করে আসছে, তার সুফল এখন দেখা যাচ্ছে। ১৩৬টি বন্দে ভারত ট্রেন চালু হয়েছে, ব্রডগেজ লাইনের প্রায় ৯৭ শতাংশের বৈদ্যুতিকীকরণের কাজ সম্পন্ন, নতুন লাইন এবং ডাবল লাইন পাতা হচ্ছে, গেজ পরিবর্তন করা হচ্ছে। এর ফলে লক্ষ লক্ষ ভারতীয় ন্যূনতম ব্যয়ে দ্রুততর, নিরাপদ, বিশ্বমানের ভ্রমণ অভিজ্ঞতা লাভ করছেন। বন্দেভারত স্লিপার ট্রেনও চালু হওয়ার মুখে, এর এখন গতি পরীক্ষা এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত পরীক্ষা করা হচ্ছে। ভারতের রেল যাত্রীরা খুব শীঘ্রই দূরপাল্লার যাত্রাতেও বিশ্বমানের ভ্রমণ অভিজ্ঞতা পাবেন। ভারতীয় রেলের এই রূপান্তর, বিকশিত ভারতের দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ভাবনা ছাড়া সম্ভব হতো না। সেইসঙ্গে ভারতীয় রেল মিশন মোডে বিভিন্ন আধুনিকীকরণ প্রকল্পের দ্রুত রূপায়ণ ঘটিয়েছে।

ভারতের মতো ভৌগোলিক, সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত বৈচিত্র্যের জনবহুল দেশে চ্যালেঞ্জ বহুবিধ। তা সত্ত্বেও ভারতীয় রেল এক নতুন আধুনিক ও সংযুক্ত ভারত গড়ে তোলার লক্ষ্যে রূপান্তরমূলক শাসনের বাস্তবায়ন ঘটিয়েছে। পরিকাঠামো, প্রযুক্তি এবং সুস্থিত কর্মপদ্ধতির জন্য বিনিয়োগ করে রেল এক অন্তর্ভুক্তিমূলক ভারত গড়ে তোলার প্রয়াসে নেতৃত্ব দিচ্ছে। আজকের বপণ করা অগ্রগতির বীজ যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের হাতে সেরা ফলটি তুলে দিতে পারে, সেজন্য ভারতীয় রেল সর্বতো প্রয়াস চালাচ্ছে। এই ক্যালেন্ডার বছরে প্রথম চার দিনে ১ হাজার ১৯৮ কোটি মূলধনী ব্যয়ের সঙ্গে ভারতীয় রেলের মূলধনী ব্যয় তিনমাস বাকি থাকতে বাজেট বরাদ্দের ৭৬ শতাংশে পৌঁছে গেছে।

২০২৪-২৫ সালের বাজেট অনুমানে রেলের জন্য ২ লক্ষ ৬৫ হাজার ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। মোট বাজেট সহায়তার পরিমাণ ছিল ২ লক্ষ ৫২ হাজার ২০০ কোটি টাকা। এর মধ্যে ১ লক্ষ ৯২ হাজার ৪৪৬ কোটি টাকা ইতমধ্যেই খরচ হয়ে গেছে। রোলিং স্টকের জন্য বাজেট বরাদ্দ ছিল ৫০ হাজার ৯০৩ কোটি টাকা। এর মধ্যে ৫ জানুয়ারি পর্যন্ত ৪০ হাজার ৩৬৭ কোটি টাকা অর্থাৎ ৭৯ শতাংশ ব্যয় করা হয়েছে। নিরাপত্তা সংক্রান্ত কাজের জন্য বাজেট বরাদ্দ ছিল ৩৪ হাজার ৪১২ কোটি টাকা। এর ৮২ শতাংশ অর্থাৎ ২৮ হাজার ২৮১ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। সরকার ভারতীয় রেলকে বিশ্বমানের করে তুলতে চায়। প্রতিদিন রেল গড়ে ২.৩ কোটি ভারতীয়কে সুলভে দেশের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যায়। করদাতাদের অর্থ মূলধনী খাতে ব্যয় করে ভারতীয় রেল ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য অত্যাধুনিক পরিকাঠামো গড়ে তোলার প্রয়াস চালাচ্ছে। এইভাবেই বিকশিত ভারতের লক্ষ্যে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত ভারতীয় রেল এগিয়ে চলেছে।

আদিশক্তি

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(তৃতীয় পর্ব)

প্রতিদিন বহু দূরদূরান্ত থেকে প্রচুর দর্শনার্থীদের সমাগম হয় এই মন্দির চত্বরে। এই কালীঘাটেই রয়েছে আদি গঙ্গা। যদিও এখন এই গঙ্গা একদমই রুগ্ন। হারিয়েছে তার নাব্যতা। কিন্তু হিন্দু ধর্মের মানুষের কাছে এই আদি গঙ্গার জল এখনও পবিত্র। একসময় এই আদি-গঙ্গাই ছিল কলকাতার লাইফলাইন।

ক্রমশঃ
(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(২ পাতার পর)

রাজ্য সরকারের জব ফেয়ারে 299 জন পেলেন চাকরির শংসাপত্র

2301 আবেদনকারীর মধ্যে 1085 জন ছেলে ও মেয়ে তালিকায় অন্তর্ভুক্ত

বাছাই কৃত প্রার্থীর সংখ্যা ১০৮৫ জন। অন্যান্য বছরের তুলনায় এবছর এই জব ফেয়ার ব্যাপক সফলতা অর্জন করেছে। রাজ্যজুড়ে সংখ্যালঘু যুবক যুবতীরা অনেকটাই আশার আলো দেখছে এই জব ফেয়ার বা চাকরি মেলার জন্য। মিলন উৎসব মানুষের আশা জোগায়,। শক্তি যোগায়। সংখ্যালঘুদের জন্য নতুন দিশা দেখিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম। সংখ্যালঘুদের চাকরির শংসাপত্র পেয়ে চাকরি প্রার্থীরা বেশ খুশি। মালদার মাসুমা খাতুন বলেন, আমি খুব খুশি, বিত্ত নিগম এমন একটি প্ল্যাটফর্ম করে দেওয়ার জন্য আমি আনন্দিত,'।পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগমের ম্যানেজিং ডিরেক্টর জনাব শাকিল আহমেদ (আইএএস) বলেন, 'এই মিলন উৎসব ব্যাপক মাত্রায় সফল হয়েছে। বৈচিত্র্যের মধ্যে মহামিলনের উৎসব এই মিলন উৎসবের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হল। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই খুশি অনুভব করতে সক্ষম হয়েছে। আর মিলন উৎসবের সেরা আকর্ষণ 'জব ফেয়ার' এর মধ্যে দিয়ে অনেক যুবক যুবতীদের মুখে হাসি ফোটাতে পেরে বেশ ভালো লাগছে। আগামী দিনে মিলন উৎসব আরো ভালো হবে এটা আশা করছি'।

শিবরাত্রি ব্রতের ব্যাখ্যা করেন মহাদেব স্বয়ং

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

শিবরাত্রিতে শিবের মাথায় জল ঢেলে ভাল বর চাওয়া নয়, শিবের মহিমা মধ্যযুগ থেকে আজ পর্যন্ত অনেকটাই ব্যাপক। গবেষকদের মতে, বাংলায় এর উৎস আরও দূর অতীতে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের শিক্ষক রজত সান্যাল দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন চন্দ্রকেতুগড় তিলপি তমলুক তিলদা মঙ্গলকোট—

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রক আয়োজিত অভিযোগ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত উচ্চতর কমিটির কর্মশালা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

বৈদ্যুতিন এবং তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রক ৭ জানুয়ারি নতুন দিল্লির ইন্ডিয়া হ্যাবিট্যাট সেন্টার-এ নিরাপদ ইন্টারনেট ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে একটি কর্মশালার আয়োজন করে। কর্মশালায় অভিযোগ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত উচ্চতর কমিটির সদস্যরা ছাড়াও বিভিন্ন সমাজমাধ্যমের মধ্যস্থতাকারীরা এবং ঊর্ধ্বতন সরকারি আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। ২০২০ সালের তথ্যপ্রযুক্তি আইন অনুসারে, অভিযোগ নিষ্পত্তির পরিকাঠামোকে কিভাবে আরও শক্তিশালী করে তোলা যায়, সে বিষয়ে এই কর্মশালায় বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

যে সমস্ত আধিকারিক অভিযোগ নিষ্পত্তির কাজে যুক্ত, তাঁদের প্রতি জনসাধারণের আস্থা বৃদ্ধির জন্য সরকার সমাজমাধ্যমের মধ্যস্থতাকারীদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন জানিয়েছে। এই মধ্যস্থতাকারীরা বিভিন্ন ওয়েবসাইটে ভুয়ো তথ্য পেলে তার বিরুদ্ধে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে। ইন্টারনেট ব্যবহারকারীরা যাতে আস্থার সঙ্গে নিরাপদভাবে কাজ করতে পারেন, তা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন অভিযোগের দ্রুত নিষ্পত্তির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। অভিযোগগুলির যখন দ্রুত নিষ্পত্তি হয়, তখনই সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাপনার প্রতি সকলের আস্থা অর্জিত হয়।

বৈদ্যুতিন ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রকের সচিব শ্রী এস কৃষ্ণন কর্মশালায় স্বাগত ভাষণে অভিযোগ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত শীর্ষ আধিকারিক এবং পরিচালন কাঠামোর সঙ্গে যুক্ত আধিকারিকদের মধ্যে আরও বেশি মতবিনিময়ের ওপর গুরুত্ব দেন। এর মধ্য দিয়েই বিভিন্ন সমস্যার যথাযথ সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে। বর্তমানে মানুষের মধ্যে সচেতনতা গড়ে ওঠায় অভিযোগের নিষ্পত্তি সংক্রান্ত বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মের ব্যবহার বাড়ছে।

মন্ত্রকের অতিরিক্ত সচিব শ্রী ভুবনেশ কুমার অভিযোগের নিষ্পত্তির জন্য ব্যবহারকারীদের সুবিধার্থে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো গড়ে তোলার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি জানান, অতীতে অভিযোগ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত উচ্চতর কমিটির কাছে কম আবেদন জমা পড়ত, কিন্তু বর্তমানে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়ায় এ ধরনের আবেদনের সংখ্যা বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে অভিযোগ নিষ্পত্তির দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের এবং কমিটির সদস্যদের আরও সক্রিয় হতে হবে।

২০২১ সালের তথ্যপ্রযুক্তির (মধ্যস্থতাকারীদের জন্য নীতি-নির্দেশিকা এবং ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহারের আচরণবিধি) নিয়মাবলী অনুসারে অভিযোগ নিষ্পত্তির উচ্চতর কমিটি গঠিত হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে সুরক্ষিত, আস্থাশীল এবং দায়বদ্ধ এক ইন্টারনেট ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের অঙ্গীকার প্রতিফলিত হয়। ২০২৩-এর জানুয়ারি থেকে এই ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে ব্যবহারকারীরা অনলাইনে বিভিন্ন অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য আবেদন করতে পারেন। বর্তমানে এ ধরনের তিনটি কমিটি তৈরি করা হয়েছে। প্রতিটি কমিটির একজন চেয়ারপার্সন ছাড়াও দু'জন পূর্ণ সময়ের সদস্য রয়েছেন। এঁরা বিভিন্ন আবেদনের স্বচ্ছভাবে নিষ্পত্তি নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়ে থাকেন। https://gac.gov.in ওয়েবপোর্টালের মাধ্যমে অভিযোগ সংক্রান্ত আবেদন অনলাইনে জমা দেওয়া যায়। এছাড়াও, আবেদন জমা দেওয়ার পর কি কি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, সে বিষয়ে যাবতীয় তথ্য নির্দিষ্ট সময় অন্তর অভিযোগকারীরা এই পোর্টাল থেকে পেয়ে থাকেন।

অভিযোগ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত কমিটির কাছে ২,৩২২টি আবেদন জমা পড়েছে। ইতোমধ্যেই ২,০৮১টি আবেদনের নিষ্পত্তি হয়েছে। কমিটি গঠনের পর দ্বিতীয় বছরে প্রথম বছরের তুলনায় বেশি আবেদন জমা পড়েছে। এই প্ল্যাটফর্মে প্রায় ১০ হাজার জন তাঁদের নাম নথিভুক্ত করেছেন।

(২ পাতার পর)

মমতার আসল বয়স ৭০ বছর হবে না

"আমরা তো সবাই হোম ডেলিভারি, আসল বয়সটা লুকিয়ে থাকে!" মমতা এও বলেন, "আমার বয়স ৫ বছর বাড়ানো আছে!"

সরকারিভাবে মুখ্যমন্ত্রীর জন্ম ১৯৫৫ সাল। অর্থাৎ তাঁর বয়স ৭০ বছর। পাঁচ বছর বাড়ানো থাকার অর্থ তবে কি মুখ্যমন্ত্রীর এখন বয়স ৬৫! এদিন সেই জল্পনা উস্কে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "ঘটনাটা জানানোর পর থেকে আসলটা জানার অনেক চেষ্টাও করেছি। আমার 'একান্তে' বইতে আমি এগুলো লিখেওছি। যতটা লেখা সম্ভব।"

এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "সবাই আমার জন্মদিন জন্মদিন করে, কিন্তু আমার এই জন্মদিন ভাল লাগে না। কারণ, আমরা তো সবাই হোম ডেলিভারি। নামও নিজে দিইনি, পদবীও নিজে দিইনি, বয়সও নিজে দিইনি!"অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রীর দাদা। তাঁকে উঠে দাঁড়াতে বলে সকলের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে মমতা বলেন, "জন্মদিনের দিনটা আমার মোটেই পছন্দকর নয়। ওটা সার্টিফিকেটের বয়স। ওটা বাবা-মা করে দিয়ে গেছে। আমি জানতামও না। যখন কলেজে পড়ি তখন দাদা আমাকে একদিন বলল- তুই কি জানিস বাবা কী করে তোর বয়স দিয়েছে? সার্টিফিকেটে তোর আর আমার বয়সে ৬ মাসের ডিফারেন্স!"

'কীভাবে এটা হয়েছে জানেন?' খানিক থেমে জবাবও দিয়েছেন মমতা নিজেই, "দাদা বলল-বাবা স্কুলে গেল, বাবার একটা বন্ধু ছিল, তাকে বলল, তুমি একটা বয়স বসিয়ে দাও। তার তো কোনও দোষ নেই! বাবা বলেছে, সে বসিয়ে দিয়েছে। আগেকার দিনে এটা একটা প্রবেলম ছিল,. বাড়িতে যারা জন্মেছি, হোম ডেলিভারি, আসল বয়সটা লুকিয়ে থাকে, সার্টিফিকেটের বয়সটা মানুষ ধরে নেয়।"মমতা আরও বলেন, "যাই হোক এগুলো ছোটবেলার ঘটনা, ছোটদের সামনেই ছোটবেলার ঘটনা বলা উচিত। তাছাড়া আজকে দাদা সামনে উপস্থিত রয়েছে, তাই সাক্ষী রেখেই আসল ঘটনা বললাম।"

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রী রাজনাথ সিং এবং মালদ্বীপের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রী মোহামেদ ঘাসান মামুনের মধ্যে নতুন দিল্লিতে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা

নয়াদিল্লি, ৮ জানুয়ারি, ২০২৫

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রী রাজনাথ সিং এবং মালদ্বীপের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রী মোহামেদ ঘাসান মামুন আজ, ৮ জানুয়ারি নতুন দিল্লিতে দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় অংশ নেন। আলোচনায়, প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার বিভিন্ন দিক নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়। ভারত-মালদ্বীপ সর্বাঙ্গীণ অর্থনৈতিক ও সামুদ্রিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত অংশীদারিত্বকে বাস্তবায়নের জন্য দুটি দেশই একযোগে কাজ করতে অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে।

প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে মালদ্বীপের ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং নতুন দিল্লির 'প্রতিবেশী প্রথম' নীতি ও এই অঞ্চলের নিরাপত্তা ও উন্নয়নের জন্য 'সাগর' পরিকল্পনা অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকল্পের বাস্তবায়নে ভারত সব ধরনের সহায়তা করবে বলে শ্রী রাজনাথ সিং জানিয়েছেন। মালদ্বীপের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে ভারত সর্বদাই সাহায্যের হাত প্রথমে বাড়িয়ে দেওয়ায় শ্রী মামুন, নতুন দিল্লির প্রশংসা করেন। মালে-তে আধুনিক পরিকাঠামো নির্মাণ এবং প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা কর্মীদের বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণে নতুন দিল্লির সহায়তার জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। মালদ্বীপের অনুরোধক্রমে ভারত সে দেশকে কিছু প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম হস্তান্তর করেছে।

মালদ্বীপের প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর ভারতে এটিই প্রথম রাষ্ট্রীয় সফর। দুটি দেশের মধ্যে উচ্চস্তরের আলাপ-আলোচনার অঙ্গ হিসেবে সফরকালে শ্রী মামুন, ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চল এবং উভয় দেশের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় আলাপ-আলোচনা করেছেন।

আসামের উমরাংসো-র খনিতে আটকে পড়া শ্রমিকদের উদ্ধারকাজে সহযোগিতা করছে ভারতীয় নৌ-বাহিনী

নয়াদিল্লি, ০৮ জানুয়ারি, ২০২৫

আসামের ডিমা হাসাও জেলার প্রত্যন্ত শিল্প শহর উমরাংসো-র খনিতে আটকে পড়া শ্রমিকদের উদ্ধারকাজে সহায়তার জন্য ভারতীয় নৌ-বাহিনীর একটি বিশেষ দল সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। এই দলে একজন আধিকারিক এবং উন্নত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ডুবুরি সহ ১১ জন নাবিক রয়েছেন। নৌ-বাহিনীর এই দলটির কাছে অত্যাধুনিক সরঞ্জাম রয়েছে যার মাধ্যমে গভীর জলে তল্লাশি অভিযান চালানো যায়।

উদ্ধারকাজে ভারতীয় সেনাবাহিনী, জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী এবং স্থানীয় প্রশাসন পরস্পরের মধ্যে নিবিড় যোগাযোগ রেখে চলেছে। নৌ-বাহিনীর দলটি ৭ জানুয়ারি বিশাখাপত্তনম থেকে এসে পৌঁছয়। আটকে পড়া শ্রমিকদের দ্রুত উদ্ধারের জন্য সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের মধ্যে নিয়মিত তথ্যের আদান-প্রদান হচ্ছে। যে কোনো সঙ্কটে মানুষের প্রাণ বাঁচাতে এবং জাতিকে প্রয়োজনীয় সহায়তার জন্য নৌ-বাহিনী অঙ্গীকারবদ্ধ।

শুভেন্দু অধিকারীদের মিছিলের অনুমতি হাইকোর্টের, রয়েছে একাধিক শর্ত

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীরর নেতৃত্বে রবীন্দ্র সদন মেট্রো থেকে ন্যাশনাল লাইব্রেরি পর্যন্ত মিছিল করার অনুমতি দিল কলকাতা হাইকোর্ট। বুধবার বিচারপতি জয় সেনগুপ্তের একক বেঞ্চ শর্তসাপেক্ষে এই নির্দেশ দিয়েছে।

কলকাতা হাইকোর্ট জানিয়েছে, আগামী ৯ জানুয়ারি দুপুর ১২টা থেকে বিকেল ৩টে পর্যন্ত মিছিল করা যাবে। আর হাজার সমর্থক মিছিলে অংশগ্রহণ করতে পারবে। সব রকম নিয়মশৃঙ্খলা মেনে মিছিল করতে হবে বলে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি।

চিড়িয়াখানার জমি বেআইনিভাবে বেসরকারি কাজে ব্যবহার করার প্রতিবাদে মিছিলের ডাক দিয়েছে বিজেপি। সেই প্রেক্ষিতেই রবীন্দ্র সদন মেট্রো থেকে ন্যাশনাল লাইব্রেরি পর্যন্ত মিছিলের অনুমতি চেয়েছিল তারা। তবে আবারও পুলিশের বিরুদ্ধে অনুমতি না দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। তাই আদালতের দ্বারস্থ হয় বিজেপি।

কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ, রবীন্দ্র সদন থেকে পিটিএস, আলিপুর চিড়িয়াখানা হয়ে ন্যাশনাল লাইব্রেরি পর্যন্ত মিছিল করা যাবে। তবে মিছিলে অংশগ্রহণকারীদের শালীনতা বজায় রাখতে হবে। এই মিছিলেই উপস্থিত থাকতে পারেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

৬০ দিনের স্থিতিশীলতা কর্মসূচির আওতায় মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে কর্মশালার আয়োজন করল ভারতীয় নৌ-সেনা

নয়াদিল্লি, ০৮ জানুয়ারি, ২০২৫

নতুন দিল্লির ডিআরডিও ভবনে ডঃ ডি এস কোঠারি প্রেক্ষাগৃহে ৭ জানুয়ারি, ২০২৫ তারিখে ভারতীয় নৌ-সেনা 'আত্মপরিবর্তন ও অন্তর্মুখী জাগরণ' বিষয়ক একটি কর্মশালার আয়োজন করে। মূল বক্তা ছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আধ্যাত্মিক শিক্ষক সিস্টার বি কে শিবানী। নৌ-সেনা কর্মীদের মনোবল বাড়ানোর এই আলোচনাচক্রে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চিফ অফ মেটেরিয়াল ভাইস অ্যাডমিরাল কিরণ দেশমুখ।

সূচনায় দু'ঘন্টার প্রারম্ভিক অধিবেশনে স্বাগত ভাষণ দেন সিস্টার বি কে শিবানী। মানসিক শক্তি বাড়ানো এবং সুস্থিতির বিষয়ে সিস্টার শিবানীর গভীর ও তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাখ্যা শ্রোতাদের সমৃদ্ধ করে।

সমাপ্তি ভাষণে চিফ অফ মেটেরিয়াল এই উদ্যোগের প্রাসঙ্গিকতা ব্যাখ্যা করেন।

এই কর্মশালা নৌ-সেনার ৬০ দিনব্যাপী স্থিতিশীলতা কর্মসূচির অঙ্গ। এর সাফল্য সামগ্রিক কল্যাণ এবং কর্মক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধির বিষয়ে নৌ-সেনার অগ্রাধিকারকে তুলে ধরে। অনুষ্ঠানটি ভারতীয় নৌ-সেনার ইউটিউব চ্যানেলে লাইভ দেখানো হয়।

সিনেমার খবর

cinema TV

আমাকে দেখে শেখো, জীবনে কী করা উচিত নয়: অপর্ণা সেন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

ভারতীয় বাংলা সিনেমার জনপ্রিয় অভিনেত্রী-পরিচালক অপর্ণা সেন। বরাবরই সময়ের স্রোতের বিপরীতে হাঁটতে দেখা গেছে ৭৯ বছরের অপর্ণা সেনকে। এই অভিনেত্রী-নির্মাতাকে নিয়ে 'পরমা' শিরোনামে তথ্যচিত্র নির্মাণ করেছেন সুমন ঘোষ। এ উপলক্ষে আনন্দবাজারে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন তিনি।

অপর্ণা সেনের কমলিনী ও কঙ্কনা সেন শর্মা নামে দুই কন্যাসন্তান রয়েছে। তথ্যচিত্রে দুই মেয়ের সঙ্গে তার সমীকরণ তুলে ধরা হয়েছে। এ বিষয়ে অপর্ণা সেন বলেন, "আমার দুই মেয়েই অসাধারণ। আসলে আমি ওদের কখনো বলিনি, আমি আদর্শ, আমার মতো হও। বরং আমি বলেছি এই দেখো এটা আমার দুর্বলতা। এগুলো আমাকে দেখে শেখো, জীবনে কী করা উচিত নয়।"

জীবনে সাফল্যের সংজ্ঞা মানুষ ভেদে আলাদা। আর এ বার্তা মেয়েদেরও দিয়েছেন। তা জানিয়ে অপর্ণা সেন বলেন, "মেয়েদের বলি, সবার কাছে সাফল্যের সংজ্ঞা এক নয়। সংসার জীবনে সাফল্য আসতে পারে, ছেলেমেয়ে সুন্দর করে মানুষ করার ক্ষেত্রে সাফল্য আসতে পারে, বাইরের কাজ ভালোভাবে করার মধ্যেও সাফল্য আসতে পারে। সাফল্যের নানা দিক রয়েছে। একজনের কাছে যা সাফল্য অপরজনের কাছে তা না-ও হতে পারে। বড় অঙ্কের উপার্জন মানেই যে সাফল্য, তা কিন্তু নয়। তুমি সুন্দরভাবে বেঁচে থাকছ কি না, সেটাই সবচেয়ে বড় কথা। মেয়েদের বলেছিলাম, এগুলো একটু চিনে নেওয়ার চেষ্টা করো। আমি তো তা পারিনি।"

জীবনে এমন কী কোনো ভুল ছিল, যা এই সময়ে দাঁড়িয়ে মনে হয় না হলেই ভালো হতো? জবাবে অপর্ণা সেন বলেন, "কত কিছু ছিল। আমার মনে হয়, আরো বেশি সিনেমা পরিচালনা করলে ভালো হতো। আমার জীবনের আবেগময় দিকগুলোকে প্রাধান্য না দিয়ে যদি কাজের দিকে বেশি নজর দিতাম তা হলে আরো বেশি কাজ করতে পারতাম। ব্যক্তিগত জীবনে অনেক কষ্ট পেয়েছি। শেষ পর্যন্ত সেগুলো ঝেড়ে ফেলেছি। কিন্তু অনেকটা সময় লেগেছে। মনটা কাঁচা, কোমল ছিল। আমি যদি কাজের মধ্যে আমার সার্থকতা খুঁজতাম, তা হলে হয়তো আরো ভালো হতো।"

খুব কম বয়সে সঞ্জয় সেনকে বিয়ে করেন অপর্ণা সেন। কিন্তু সেই বিয়ে বেশি দিন টিকেনি। এ সংসারে জন্ম হয় কমলিনীর। এরপর মুকুল শর্মাকে বিয়ে করেন তিনি। মুকুল-অপর্ণা দম্পতির কন্যা অভিনেত্রী কঙ্কনা সেন শর্মা। দ্বিতীয় সংসার ভাঙার পর লেখক কল্যাণ রায়কে বিয়ে করেন অপর্ণা। এখন সংসার জীবনে বেশ ভালো সময় পার করছেন এই অভিনেত্রী।

আরেক অভিনেত্রীর প্রেমে নুসরাতের সাবেক স্বামী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

টালিউড অভিনেত্রী নুসরাত জাহানের সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদের পর অরেক অভিনেত্রী সৌরসেনী মৈত্রে সঙ্গে সম্পর্কে জড়ান নিখিল জৈন- এই গুঞ্জন বহুদিন ধরেই টালিউডে উড়ছে। দুজনে মিলে ঘুরেছেন দেশ-বিদেশে। এমনকী নানা পার্টিতেও একসঙ্গে হাজির থাকেন জুটি।

এবার বর্ষবরণের রাতে প্রেমের গুঞ্জনের ইতি টানলেন তারা। এক ছবিতে যেন সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে ফেললেন নিখিল ও সৌরসেনী। নিখিলকে জড়িয়ে ২০২৪ সালের শেষদিনে নিশিযাপনেই যেন প্রকাশ্যে এল প্রেমিক জুটির প্রেম!

কয়েকদিন আগে সৌরসেনী তার ইনস্টাগ্রামে একটি স্টোরি শেয়ার করেন, যেখানে দেখা গেছে, নিখিল ও সৌরসেনী একসঙ্গে সময় কাটাচ্ছেন। দুজনের হাতে ওয়াইনের গ্লাস, সামনে চলছে সিনেমা। এই ছবি দেখে নেটিজেনরা বলেন, শীতে আরও জমেছে সৌরসেনী-নিখিলের প্রেম। শেষ পর্যন্ত নতুন বছরের শুরুতে প্রেমের ঢোল বাজালেন তারা।

২০১৯ সালের ১৯ জুন তুরস্কে রূপকথার গল্পের মতো করেই 'বিয়ে' করেন অভিনেত্রী নুসরাত জাহান ও নিখিল জৈন। গত ফেব্রুয়ারিতে নুসরাতের সঙ্গে সম্পর্ক শেষ করার জন্য আদালতে যান নিখিল। আইনিভাবে হয় তাদের বিচ্ছেদ। বছরখানেক পর ঢালিউড অভিনেতা যশের সঙ্গে সম্পর্কে জড়ান নুসরাত। তাদের একটি পুত্রসন্তান রয়েছে। এদিকে নুসরাতের সঙ্গে বিচ্ছেদের পর সৌরসেনীর প্রেমে পড়েন নিখিল।

প্রেমিকের থেকে যা চান কৃতি শ্যানন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

কবীর বাহিয়া নামের এক শিল্পপতির সঙ্গে বলিউড অভিনেত্রী কৃতি শ্যাননের প্রেমের জল্পনা বহু দিন ধরেই চলছে। গত বছর গ্রিসে ছুটি কাটাতে যাওয়ার পর থেকেই এই জল্পনার শুরু। তারপরে কখনো 'গোপন' প্রেমিকের সঙ্গে রেস্তোরাঁয় একান্তে সময় কাটিয়েছেন, আবার কখনো একসঙ্গে ধূমপান করতে দেখা গেছে অভিনেত্রীকে।

প্রেমিক কবীরকে নিয়ে বড়দিন উদ্‌যাপনও করেছেন কৃতি। যদিও নিজের সম্পর্ক নিয়ে একেবারেই চুপচাপ অভিনেত্রী। তবে তার সময়টা যে এখন প্রেমেই কাটছে, তা স্পষ্ট। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে নিজের প্রেম প্রসঙ্গে মুখ খুলেছেন। বলেছেন, কেউ প্রেমে পড়লে সঙ্গীর সঙ্গে প্রতিটি মুহূর্ত ভাগ করে নিতে চায়। কেউ কেউ আবার পরস্পরকে উপহারের আতিশয্যে ভরিয়ে রাখে। কৃতির মতে, সঙ্গীর জন্য সামান্য কিছু করার চেষ্টাকেও তিনি বড় মনে করেন। ছোট ছোট বিষয়ের মাধ্যমেই প্রেম প্রকাশ করা যায় বলে মত কৃতির। অভিনেত্রী বলেন, ছোট ছোট বিষয় কিন্তু আমরা মনে রাখি। হতেই পারে, হঠাৎ সঙ্গীকে একটা উষ্ণ আলিঙ্গন করলেন। সেই সময় হয়তো ওই আলিঙ্গনটাই তার সবচেয়ে প্রয়োজন ছিল। সকালে ঘুম থেকে উঠে একটা শুভেচ্ছা জানিয়েও প্রেম প্রকাশ করা যায়। সঙ্গীর থেকে ভালোবাসা ও মনযোগ পাওয়াই বড় বিষয়। সঙ্গী যদি আপনার ছোট ছোট বিষয় মনে রাখেন, সেটা আরো ভালো বিষয়।

তা হলে কি সঙ্গীর মধ্যে আমরা পরিবারকেই খুঁজি? সাক্ষাৎকারে কৃতি তখন বলেন, আমরা আসলে একজন ভালো সঙ্গী খুঁজি। আমাদের পরিবার কেমন হবে, সেটা তো ঈশ্বর আগেই ঠিক করে রাখে। সঙ্গী আমার পরিবার হয়ে উঠতে পারবে কি না, সেটা কিন্তু আমরাই ঠিক করি। সেটা আমাদের সিদ্ধান্ত। সঙ্গীর কাছে ফেরা অনেকটা ঘরে ফেরার মতোই হয়।

ব্যালন ডি'অর: রোনালদোর প্রশ্ন তোলা নিয়ে যা বললেন রদ্রি

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

পাঁচবারের ব্যালন ডি'অর বিজয়ী রোনালদো সম্প্রতি বলেন, রদ্রি নয়, বরং এবারের পুরস্কারটা রিয়াল মাদ্রিদ তারকা ভিনিসিয়াস জুনিয়রের প্রাপ্য ছিল। কারণ রিয়াল ফরোয়ার্ড চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয় করেছে ও ফাইনালে গোলও করেছে।

রোনালদোর এই মন্তব্য প্রসঙ্গে জানতে চাইলে রদ্রি বলেন, 'এটা সত্যিই আমাকে বিস্মিত করেছে। কারন অন্য যে কারোর তুলনায় রোনালদো ভালভাবেই জানেন কিভাবে এই পুরস্কারের প্রক্রিয়া পরিচালিত হয়, কিভাবে বিজয়ী বাছাই করা হয়। এ বছর সাংবাদিকরা আমাকে বিজয়ী হিসেবে বিবেচনা করেছে।'

'সম্ভবত আমাকে ভোট দেয়া কিছু সাংবাদিকই রোনালদোকে ভোট দিয়ে বিজয়ী করেছিল। ঐ সময় তো তিনি সব মেনে নিয়েছিলেন।'

ভিনিসিয়াসকে বাদ দিয়ে রদ্রিকে বিজয়ী ঘোষণা করায় অক্টোবরে প্যারিসে আয়োজিত অনুষ্ঠানটি বর্জন করেছিল পুরো রিয়াল মাদ্রিদ ক্লাব।

২৮ বছর বয়সী রদ্রিও অবশ্য ভিনিসিয়াসের সাথে সুস্পষ্ট ফেবারিট হিসেবে ব্যালন ডি'অরের লড়াইয়ে টিকে ছিলেন। সিটির হয়ে প্রিমিয়ার লিগ শিরোপার পাশাপাশি গত বছর স্পেনের জার্সি গায়ে রদ্রি জয় করেছেন ইউরোপীয়ান চ্যাম্পিয়নশীপের শিরোপা।

গত মৌসুমে লা লিগা ও চ্যাম্পিয়ন্স লিগ শিরোপা জয়ে মাদ্রিদকে সামনে থেকে নেতৃত্ব দেয়া ভিনিসিয়াস ব্রাজিলের হয়ে ছিলেন মলিন। কোপা আমেরিকায় দলের হয়ে কিছুই করতে পারেননি তিনি। ব্রাজিলিয়ান এই তারকা অবশ্য পরবর্তীতে বছর শেষে ফিফার বর্ষসেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার ঠিকই অর্জন করেছেন। গত ৩০ ডিসেম্বর গ্লোব সকারের সেরা পুরুষ ফুটবলারের পুরস্কারও জয় করেছেন।

সেপ্টেম্বরে এসিএল ইনজুরিতে পড়ে মাঠের বাইরে চলে যাওয়া রদ্রি জানিয়েছেন ব্যালন ডি'অর জয় তার প্রতিদিনের জীবন কিভাবে পাল্টে দিয়েছে, 'এটা আমার প্রতিদিনের স্বাভাবিক জীবন বদলে দিয়েছে। অনেক কিছুই আমি আগে করতাম, যা এখন আর করি না। অবশ্যই সেটা ভাল দিক বিবেচনা করেই।'

'একটি আদর্শ আমি জীবনে অনুসরণ করার চেস্টা করি, যা কিছু অর্জন জীবনে আসুক না কেন সেটার অবশ্যই ইতিবাচক দিক আছে। ঈশ্বর আমাকে যা দিয়েছেন তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। এসবের সাথে আমাকে মানিয়ে নিতে হবে, এর মধ্যে ইনজুরিও রয়েছে। সবকিছু নিয়ে অভিযোগ করলে চলবে না।'

বার্সা সমর্থকদের জন্য সুখবর; অনুশীলনে ফিরেছেন ইয়ামাল

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

স্প্যানিশ সুপার কাপের আগে বার্সেলোনাকে সুখবর দিয়েছেন লামিনে ইয়ামাল। নির্ধারিত সময়ের চেয়ে আরও দ্রুত চোট কাটিয়ে অনুশীলনে ফিরেছেন এই তারকা স্ট্রাইকার।

গত ১৬ ডিসেম্বর চোট পেয়েছিলেন ইয়ামাল। লা লিগার ম্যাচে লেগানেসের বিপক্ষে খেলতে গিয়ে অ্যাঙ্কেলে চোট পান তিনি। তখন ধারণা করা হয়েছিল, সেই চোট কাটিয়ে উঠতে তিন থেকে চার সপ্তাহ সময় লাগতে পারে।

তাই স্প্যানিশ সুপার কাপে ইয়ামালের খেলা নিয়ে শঙ্কা জেগেছিল। তবে প্রত্যাশার চেয়েও দ্রুত চোট কাটিয়ে উঠেছেন তিনি। ফলে গতকাল বৃহস্পতিবার অনুশীলনে ফিরেছেন এই তরুণ স্ট্রাইকার।

আগামী শনিবার কোপা দেল রের শেষ বত্রিশে বার্বাস্ত্রোর বিপক্ষে খেলবে তারা। এই ম্যাচে ইয়ামালের খেলার সম্ভাবনা নেই। এরপর বুধবার সৌদি আরবের জেদ্দায় স্প্যানিশ সুপার কাপের সেমি-ফাইনালে অ্যাথলেতিক বিলবাওয়ের মুখোমুখি হবে হান্সি ফ্লিকের দল। এই ম্যাচ দিয়ে মাঠে ফিরতে পারেন ইয়ামাল।

গত গ্রীষ্মে স্পেনের ইউরো জয়ে বড় অবদান রাখা ইয়ামাল এই মৌসুমে বার্সেলোনার জার্সিতেও সমান উজ্জ্বল। দুইবার চোটে পড়ার আগে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ২১ ম্যাচে তিনি গোল করেন ৬টি, অবদান রাখেন সতীর্থদের ১১টি গোলে।

ফুটবলকে বিদায় জানালেন জেসুস নাভাস

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

সোমবার সেভিয়ার হয়ে ফুটবলীয় ক্যারিয়ারের শেষ ম্যাচ খেলেছেন জেসুস নাভাস। স্প্যানিশ এই ফুটবল লিজেন্ড আগেই ক্যারিয়ার শেষের কথা জানিয়েছিলেন। কাল দর্শকে ঠাসা র‍্যামন সানচেজ-পিজুয়ান স্টেডিয়ামে গান গেয়ে, চিৎকার করে ও আরো বেশ কিছু আয়োজনের মধ্য দিয়ে প্রিয় তারকাকে বিদায় জানিয়েছে সেভিয়া। বিদায়বেলায় নাভাসকে বেশ আবেগি হতে দেখা গেছে।

৩৯ বছর বয়সী এই উইঙ্গারকে সেভিয়া ও স্প্যানিশ জাতীয় ফুটবল দলের সবচেয়ে বর্ণাঢ্য খেলোয়াড় হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ৩১ ডিসেম্বর তার সাথে সেভিয়ার চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় আনুষ্ঠানিক ভাবে বিদায় নিলেন। সাম্প্রতিক সময়ে কোমরের ইনজুরির কারনে বেশ কিছু ম্যাচে অনুপস্থিতও ছিলেন। প্রায় ৪৫ হাজার সমর্থকের উপস্থিতিতে কান্নাজড়িত কণ্ঠে নাভাস বলেছেন, 'সেভিয়া ও স্প্যানিশ ভক্তদের আনন্দ দেবার জন্য আমি বেঁচে আছি। যদি কোমরের ইনজুরিতে না পড়তাম তবে নিশ্চিত খেলা চালিয়ে যেতাম। এ কারনেই মৌসুমের মাঝামাঝিতে এসে বিদায় বলাটা সত্যিই কঠিন ছিল।

বেশ কয়েক বছর যাবত কোমরের সমস্যায় ভুগছি। কিন্তু গত কয়েক সপ্তাহ বিষয়টি সহ্যের বাইরে চলে গেছে।'

সেভিয়ার যুব একাডেমি থেকে উঠে আসা নাভাস ১৮ মৌসুমের বেশী সময় ধরে ক্লাব ফুটবলে প্রায় ৭০৫টি ম্যাচ খেলেছেন। এর মধ্যে ২০১৩-১৭ সাল পর্যন্ত চার বছর কাটিয়েছেন ম্যান সিটিতে, খেলেছেন ১৮৩ ম্যাচ।

আশ্বিনের রেকর্ড ভাঙলেন বুমরাহ

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

বল হাতে ধারাবাহীক পারফরম্যান্সে অনেক আগে থেকেই আছেন আইসিসি টেস্ট বোলারদের র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে। সবশেষ মেলবোর্ন টেস্টে দল হারলেও নিজে ছিলেন দুর্দান্ত। তারই পুরস্কারস্বরূপ এবার ভারতীয় বোলারদের মধ্যে এই সংস্করণে সবচেয়ে বেশি রেটিং পয়েন্ট তুলে, রাভিচান্দ্রান অশ্বিনের রেকর্ড ভেঙে নতুন ইতিহাস গড়েছেন জাসপ্রিত বুমরাহ।

যথারীতি পুরুষ ক্রিকেটারদের র‍্যাঙ্কিংয়ের সাপ্তাহিক হালনাগাদ বুধবার প্রকাশ করেছে আইসিসি। ৯০৭ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে টেস্ট বোলারদের শীর্ষস্থান আরও মজবুত করেছেন ডানহাতি এই পেসার।

আগের টেস্ট শেষে ৯০৪ রেটিং পেয়েছিলেন বুমরাহ। স্পর্শ করেছিলেন ২০১৬ সালে পাওয়া আশ্বিনের রেকর্ড রেটিং। মেলবোর্নে দল ১৮৪ রানে হারলেও দ্বিতীয় ইনিংসে পাঁচটিসহ ম্যাচে ৯ উইকেট নিয়ে বুমরাহ এবার ছাড়িয়ে গেলেন আশ্বিনকেও। টেস্ট বোলারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে পাঁচে থেকে চলমান বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফির মাঝেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নেন আশ্বিন।

বুমরাহর ৯০৭ রেটিং পয়েন্ট টেস্ট বোলারদের মধ্যে ইংল্যান্ডের ডেরেক আন্ডারউডের সঙ্গে যৌথভাবে ১৭তম সেরা।

টেস্ট বোলারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে এক ধাপ করে এগিয়ে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে যথাক্রমে অস্ট্রেলিয়ার দুই পেসার জশ হেইজেলউড ও প্যাট কামিন্স। দুই ধাপ নিচে নেমে চারে দক্ষিণ আফ্রিকার কাগিসো রাবাদা।

সেঞ্চুরিয়নে রোমাঞ্চকর টেস্টে পাকিস্তানকে ২ উইকেটে হারানো ৭ উইকেট নিয়ে ৬ ধাপ এগিয়ে ক্যারিয়ার সেরা পঞ্চম স্থানে উঠেছেন মার্কো ইয়ানসেন। এই প্রথম ৮০০ রেটিং পয়েন্ট পার করলেন তিনি (৮০৩)।

টেস্ট ব্যাটসম্যানদের র‍্যাঙ্কিংয়ে যথারীতি প্রথম তিন স্থানে ইংল্যান্ডের জো রুট, হ্যারি ব্রুক ও নিউজিল্যান্ডের কেন উইলিয়ামসন। মেলবোর্নে দুই ইনিংসে ফিফটি করে ক্যারিয়ার সেরা চতুর্থ স্থানে উঠে এসেছেন ভারতের ইয়াশাসভি জয়সওয়াল।

একই টেস্টের প্রথম ইনিংসে ১৪০ রান করা স্টিভেন স্মিথ তিন ধাপ এগিয়ে উঠে এসেছেন সপ্তম স্থানে। তিন ধাপ এগিয়ে ক্যারিয়ার সেরা ষষ্ঠ স্থানে পাকিস্তানের সউদ শাকিল।

টেস্ট অলরাউন্ডারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষস্থান ধরে রেখেছেন ভারতের রাভিন্দ্রা জাদেজা।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O . : Uttar Moukhali,P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329 and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR